



290230 - যিনি বসে বসে নামায পড়েন তার জন্য তাকবীরে তাহরীমা দাঁড়িয়ে বলা কি ওয়াজবি?

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি ফরয নামায বসে বসে পড়েন তার তাকবীরে তাহরীমা বলা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসে করতে চাই। তার জন্য দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলা কি ওয়াজবি; এরপর তিনি বসবেন? যদি তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতে ভুলে যান; বসা অবস্থায় বললে সক্ষেত্রে তাকে কি নামাযটি পুনরায় আদায় করতে হবে? আমার বাবা যোহররে সুননত নামায বসে বসে আদায় করছিলেন। যহেতে তার হাঁটুতে ব্যথ্যা আছে। তিনি রুকু সজেদা করতে পারেন। কিন্তু দাঁড়াতে তার খুব কষ্ট হয়। তিনি যখন ফরয নামায আদায় করছেন তখনও বসে বসে আদায় করছেন; তাকবীর দয়োর জন্য দাঁড়াননি। এমতাবস্থায় তার উপর কি কোনে কিছু বর্তাবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কয়াম বা দাঁড়ানো ফরয নামাযের একটি রুকন; এটি ছাড়া নামায শুদ্ধ হয় না। তাই দাঁড়াতে অপারগ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য বসে বসে নামায আদায় করা জায়যে নয়। আরও জানতে দেখুন: [67934](#) নং প্রশ্নোত্তর।

ফরয নামাযের তাকবীরে তাহরীমা বলার জন্য দাঁড়ানোকে আলমেগণ ওয়াজবি মরুম্মে উদ্ধৃত করছেন।

ইমাম নববী (রহঃ) "আল-মাজমু" গ্রন্থে (৩/২৯৬) বলেন: "তাকবীরে তাহরীমার প্রতিটি হরফ মুসল্লি দাঁড়ানো অবস্থায় উচ্চারণ করা ওয়াজবি। যদি কোনে একটি হরফ দাঁড়ানো অবস্থায় উচ্চারিত না হয় তাহলে তার নামায ফরয নামায হিসেবে সংঘটিত হবে না।"[সমাপ্ত]

আল-আখয়ারি আল-মালকে বলেন: "নামাযের ফরযগুলো হচ্ছে— নরিদ্বিট নামাযের নয়ত, তাকবীরে তাহরীমা ও তাকবীরে তাহরীমা বলার জন্য দাঁড়ানো, সূরা ফাতহি ও সূরা ফাতহি পড়ার জন্য দাঁড়ানো এবং রুকু...।"[সমাপ্ত]

আল-খরিশি (রহঃ) "শারহু মুখতাসারি খললি" গ্রন্থে (১/২৬৪) নামাযের ফরযগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "আমল অনুসরণে ভিত্তিতে সক্ষম, মাসবুক নয় (জামাতের রাকাত ছুটে গেছে এমন নয়) এমন ব্যক্তির জন্য ফরয নামাযের তাকবীরে তাহরীমা বলার জন্য দাঁড়ানো। অতএব, তাকবীরে তাহরীমা বসে কথিবা ঝুঁকে পড়া অবস্থায় উচ্চারণ করলে সেটা জায়যে হবে না।"[সমাপ্ত]

"আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া আল-কুয়তেলিয়া" গ্রন্থে (১৩/২২০) এসছে— "যে নামাযের জন্য কয়াম বা দাঁড়ানো ফরয সে



নামাযে মুসল্লারি দাঁড়িয়ে তাকবীর বলা ওয়াজবি। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমরান বনি হুসাইন (রাঃ) কে বলছেন: "তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় কর, যদি তা না পার তাহলে বসে বসে আদায় কর, যদি সটোও না পার তাহলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় কর।" ইমাম নাসাঈ একটু বাড়তি বর্ণনা করছেন: "যদি সটোও না পার তাহলে চটি হয়ে শুয়ে নামায আদায় কর"। কয়াম বা দাঁড়ানো আদায় হবে পঠি খাড়া রাখার মাধ্যমে।

সুতরাং বসা অবস্থায় কথিবা নুয়ে পড়া অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বললে সটো আদায় হবে না। এখানে দাঁড়ানো দ্বারা উদ্দেশ্য হবে— যা হুকমি দাঁড়ানো (যা দাঁড়ানোর স্থলাভিষিক্ত) কওে অন্তর্ভুক্ত করে; যাত করে কোন ওজররে কারণে বসে বসে ফরয নামায আদায়কারীর বসাও এর মধ্যে শামলি হয়ে যায়।"[সমাপ্ত]

অসুস্থ ব্যক্তি নামাযেরে ক্ষতেরে নীতি হল: নামাযেরে যে যে রুকন ও ওয়াজবি তার পক্ষয়ে আদায় করা সম্ভবপর সগেলো সে আদায় করবে। আর যগেলো আদায় করা তার সাধ্যয়ে নহে সগেলো তার জন্য মওকুফ হবে।

অতএব, তিনি যদি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করতে সক্ষম হন তাহলে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করা তার উপর ওয়াজবি। এরপর যদি দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্য কষ্টকর হয় তাহলে তিনি বসে পড়বেন। আরও জানতে দেখুন: [263252](#) নং প্রশ্নোত্তর।

খললি আল-মালকেরি 'মুখতাসারু' নামক গ্রন্থয়ে এসছে—"যদি দাঁড়িয়ে সূরা ফাতহি পড়তে অপারগ হন তাহলে বসে পড়বেন।"

আল-হাত্তাব এর ব্যাখ্যাতবে বলেন:

"ইবনে আব্দুস সালাম বলেন:... এক্ষতেরে যা বাঞ্ছনীয় সটো হল: যদি সে ব্যক্তি কিছুটাও দাঁড়াতে সক্ষম হন তাহলে ততটুকু দাঁড়াবেন। হোক সটো তাকবীরে তাহরীমা বলার মত সময় পরমাণ কথিবা এর চয়েওে বেশি পরমাণ। কনেনা তার উপর দায়তি্ব হচ্ছ—তলোওয়াতকালে দাঁড়ানো। যদি কটে পরপূরণ কয়াম (দাঁড়ানো) ও পরপূরণ তলোওয়াত করতে না পারে তাহলে সে ব্যক্তি যতটুকু পারে ততটুকু করবে; বাকীটুকু তার জন্য মওকুফ হবে।[সমাপ্ত]

ইবনে ফারহুন বলেন: অর্থাৎ যদি কটে মাথা ঘুরানোর কারণে বা অন্য কোন কারণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতহি শেষ করতে অপারগ হয়; কনিতু বসে বসে পড়তে সক্ষম হয় তাহলে প্রসদিধ মতানুযায়ী সে সাধ্যমত সটো পালন করবে এবং বাকীটুকুর জন্য দাঁড়ানো তার উপর থেকে মওকুফ হবে। বাকীটুকু সে বসে বসে আদায় করবে।

(সতর্কীকরণ) গ্রন্থাকাররে বক্তব্য থেকে আপাতঃ মনে হয় যে, তাকে দাঁড়াতেই হবে না; এমনকি তাকবীরে তাহরীমার জন্যও না— বিষয়টি এমন নয়। তবে তার বক্তব্যের সাথে যদি এ শর্তযুক্ত করা হয় যে, 'যদি তিনি দাঁড়ালে এরপর আর বসতে না পারেন' তাহলে হতে পারে...।[মাওয়াহিবুল জাললি (২/৫) থেকে সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

হানাফি মাযহাবের 'আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দয়িয়া' গ্রন্থয়ে (১/১৩৬) এসছে:



"চতুর্দশ পরচ্ছিদে: অসুস্থ ব্যক্তির নামায:

যদি অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম হয় তাহলে বসে বসে পড়বে। রুকু করবে, সজেদা করবে। হদোয়া গ্রন্থে এভাবে বলা হয়েছে।

অক্ষমতার সবচেয়ে সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে— যদি দাঁড়ালে তার শারীরিক কোন ক্ষতি হয়...। যদি দাঁড়ালে তার কষ্ট হয় তাহলে দাঁড়ানো বর্জন করা জায়যে হবে না। আল-কাফী গ্রন্থে এভাবে বলা আছে।

যদি কটে কিছু সময় দাঁড়ানোর সক্ষমতা রাখবে; গোটো সময় নয়—তাহলে তাকে তার সাধ্যমত দাঁড়ানোর নরিদশে দয়ো হবে। এমনকি কটে যদি শুধু তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করার মত সময় দাঁড়াতে সক্ষম হয়; তলোওয়াত করার সময় দাঁড়াতে সক্ষম না হয় কথিবা তলোওয়াতেরে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়; গোটো সময় নয়—তাহলে তাকে দাঁড়িয়ে তাকবীর দেওয়া ও সাধ্যানুযায়ী দাঁড়িয়ে ক্বরীত পড়ার নরিদশে দয়ো হবে। এরপর সবে যদি অক্ষম হয়ে পড়ে তখন বসে যাবে...।"[সংক্ষেপেতি ও সমাপ্ত]

শাইখ মুহাম্মদ মুখতার আল-শানক্বতি বলেন:

"ওজরগ্রস্বত ব্যক্তি যিনি দাঁড়াতে পারেন না তিনি বসে বসে নামায পড়বেন...।

যদি কটে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলতে সক্ষম হয় তাহলে সবে এসে সরাসরি বসে পড়ে তাকবীরে তাহরীমা বলবে না; বরং দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলবে। কেননা তার পক্ষে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলা সম্ভব। এরপর তার দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হলে বসে পড়বে। যদি তার পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভবপর না হয় কথিবা কঠনি হয় যমেন পক্ষাঘাত গ্রস্বতেরে অবস্থা তাহলে সক্ষেতেরে সবে ব্যক্তি বসে বসে তাকবীরে তাহরীমা বলবে। আর যদি তার পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভবপর হয় তাহলে সবে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে এবং চেয়ারটিকে তার পছিনহে রাখবে; এতে কোন অসুবিধা নহে। যদি তার কষ্ট হয় তাহলে সবে ব্যক্তি বসে পড়বে। যহেতে ফকিহ-এর একটি সূত্র হচ্ছে— "أن الضرورة تقدر بقدرها" (জরুরী অবস্থা বা অনন্যতাপায় অবস্থাকে তার সীমায় সীমতি রাখা হবে)। এই সূত্রেরে আরকেটা উপ-সূত্র হচ্ছে— "ما أبيح للحاجة يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" (পরয়োজনরে তাগদিযে যা বধে করা হয়েছে সটো তার সীমাতে সীমাবদ্ধ থাকবে)

সুতরাং তার জরুরী অবস্থা হচ্ছে— দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হওয়া; তাই আমরা বলব: আপনি দাঁড়িয়ে তাকবীর দিয়ে বসে পড়ুন। যদি কারণে জরুরী অবস্থা এমন হয় যে, তিনি দাঁড়াতহে পারেন না; তাহলে আমরা বলব: আমি বসে বসেই তাকবীর দনি; কোন অসুবিধা নহে।

এটির বধিন এর অবস্থাভদে। ওটির বধিন সটেরি অবস্থাভদে। এ ব্যাপারে মানুষকে সাবধান করতে হবে। কেননা কখনও কখনও আপনি দেখবেন যে, যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম তিনি বসে বসে তাকবীর দচ্ছনে। অথচ তিনি দাঁড়াতে পারেন, কোন



কোন ক্ষতেরে দাঁড়িয়ে চয়োর নতিে পারনে, চয়োর বহন করে বরে হতে পারনে—এমন ব্যক্তরি পক্ষে তাকবীরে তাহরীমার
রুকনটি বসে বসে পালন করার রুখসত (ছাড়) দয়ো যায় না। তাকে এ বিষয়ে সাবধান করতে হবে। যদি কিউে দাঁড়াতেই না পারে
আমরা বলব: তনি বসে পড়ুন।"[শারহু যাদলি মুস্তাকনি' (২/৯১ শামলোর নম্বর অনুযায়ী)]

এ আলোচনার পরপ্রিক্ষেতিে আপনার বাবাকে ঐ নামায পুনরায় আদায় করতে হবে; য়ে নামাযে তনি তাকবীরে তাহরীমা দাঁড়িয়ে
বলতে ভুলে গেছেন; যদি তার জানা থেকে থাকে য়ে, তাকবীরে তাহরীমা দাঁড়িয়ে বলা তার জন্যে আবশ্যক ছিল।

আর যদি শরয়িতরে হুকুম না জানার কারণে বসে বসে নামায পড়ে থাকনে এবং ধারণা করনে য়ে, য়ার জন্য বসে বসে নামায
পড়া জায়যে তার জন্য বসে বসে তাকবীর বলাও জায়যে; তাহলে তার জন্য ঐ নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক হবে না। আরও
জানতে দেখুন: 45648 নং, 193008 নং ও 50684 নং প্রশ্ননোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।